30 MAR 1991
তারিখ 30 MAR 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

দৈনিক বাংলা

২০।

সাবেক ভিসি মান্নান

বহিষ্কারের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী— স্বীকারোক্তি জোর করে নেয়া হয়েছে—

।। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এবং ডাকসুর পক্ষ থেকে দেয়া এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আবদুল মান্নান ১৯৮৭ সনে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১১ জন ছাত্র নেতাকে বহিষ্কারের ঘটনার জন্য ক্ষমা চেয়েছেন। কিন্তু প্রফেসর আবদুল মান্নান টেলিফোনে দৈনিক বাংলাকে জানিয়েছেন, তার কাছ থেকে জোর করে চাপের মুখে এই স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়েছে।

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

বহিষ্কারের জন্য

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ডাকসুর সদস্য খোরশেদ আলম স্বাক্ষরিত যে প্রেস বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়েছে, তাতে প্রফেসর মান্নানের স্বহস্তে লেখা হয়েছে, "এ বহিষ্কারের জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী ও দুঃখিত।" নীচে প্রফেসর মান্নানের স্বাক্ষর রয়েছে।

ঘটনা সম্পর্কে প্রফেসর আবদুল মান্নান জানিয়েছেন, গতকাল দুপুরে ব্যক্তিগত কাজে নিউমার্কেটে গেলে ৮/১০ জন যুবক তার গাড়ীটি ঘেরাও করে এবং ড্রাইভারের নিকট থেকে গাড়ীর চাবি ছিনিয়ে নেয়। যুবকরা হুমকি দেয় যে প্রফেসর মান্নানকে তাদের সঙ্গে যেতে হবে নইলে গাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হবে। যুবকরা প্রফেসর মান্নানকে নিউমার্কেটের দোতলায় একটি কাপড়ের দোকানে নিয়ে যায় এবং চাপের মুখে একটি কাগজে এই স্বীকারোক্তিতে সই করতে বাধ্য করে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে প্রফেসর মান্নানকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

উল্লেখ্য, ১৯৮৭ সনের সেপ্টেম্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সন্ত্রাসের অভিযোগে মোট এগারজন ছাত্র-নেতাকে বহিষ্কার করা হয়। এর মধ্যে নয়জনই ছিলেন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন প্রফেসর আবদুল মান্নান। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য।